রমজানের রোজা

উনিশতম মাকতুবের প্রথম প্রকারে ইসলামী নিদর্শনাবলীর মধ্যে থেকে একটু অল্প আলোচনার পর শরীয়তের সবচেয়ে আকর্ষনীয় ও চমৎকার হওয়া বিষয় রমজান শরীফ নিয়ে এই ২য় অংশ। আর তার মধ্যে অনেক হেকমত সমূহ আলোচিত হবে। আর এই ২য় অংশের তথা রমজানের অনেক হেকমতসমূহ থেকে নয়টি হেকমতের নয়টি পয়েন্ট রয়েছে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْ اُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ

রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। (বাকারা - ১৮৫)

প্রথম পয়েন্টঃ পবিত্র রমযান মাসের রোজা ইসলামের পাঁচ ভিত্তির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর একটি। এবং শরীয়তের গুরূত্বপূর্ণ বিষয়ের থেকে একটি।

তাই রমযান মাসের রোজার অনেক তাৎপর্য রয়েছে, ইহা স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের লালনপালনে, মানবজাতির সামাজিক জীবনে এবং ব্যক্তিগত জীবনে, এবং মানবীক বিকাশের ক্ষেত্রে এমন কি এলাহির নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতিও দৃষ্টিপাত করে এমন অনেক তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থান বহন করে।মহান মালিককে প্রতিপালকের দৃষ্টিতে রোজার দ্বারা থাকানোর অনেক হেকমত রয়েছে এগুলোর থেকে একটি হল এই যে,

মহান আল্লাহ্ জমিনের উপরে এক নেয়ামতের দস্তরখানার আকৃতিতে এবং সমস্ত নেয়ামতের দস্তরখানাকে مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (তালাক্ব -৩) (ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক) এই আয়াতের ভাবার্থের ন্যায় ঐ খাবারের টেবিলকে সজ্জিত করার প্রেক্ষিতে; প্রমান করে যে, এটা প্রতিপালকের প্রতিপালনের পূর্ণতা তার অনুগ্রহতা ও তার কৃপার বাস্তব নমুনা। কিন্তু মানুষ গাফলতের পর্দার অন্তরালে অবস্থান করে এবং কোন কিছুর কারণ-দীক্ষায় অদীক্ষার ফলে উক্ত মহিমাময় দস্তরখানাকে দেখতেই পারতেছে না, আর পারলেও অধিকাংশ সময় ভূলে যায়। এতটাই ভূলে যায় যে, সময় সংশ্লিষ্টহীন বাদশাহর জিয়াফতে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এবং ঠিক সন্ধ্যার ইফতারের সময়ে "খেতে শুরু করুন, এমন হুকুমে অপেক্ষামানের ন্যায় এক মহান ইবাদতের শ্রেষ্ঠ স্থলের প্রকাশ করার ও প্রদর্শনের যেখানে একান্ত জরুরী, ঠিক ঐখানে মহান মহীয়ান যার উপরে আর কেউ নেই, এবং যিনি রহমতের ও পূর্ণতার স্থল, ঠিক তার বিপরীত, যিনি সীমাহীন অসীম মর্যাদাবান, সবকিছুর সন্নিবেশনকারী ঐ সত্বার ঠিক বিপরীত অবস্থান নিয়ে বিরোধিতা করছে। আসলে এটা কি সম্ভব যে, ঐ রকম কোন সুউচ্চ ও শ্রেষ্ঠ ইবাদতের স্থল রোজাকে ছেড়ে দিয়ে ঐ সত্বার ইবাদতে অংশগ্রহণ না করা মানুষকে কি মানুষ বলা যায়?

দ্বিতীয় পয়েন্টঃ পবিত্র রমযানের রোজা, মহান আল্লাহ্র এক অমূল্য নেয়ামতের কৃতজ্ঞতার নিরিখে চিন্তা করলে, অনেক অনেক হেকমত সমূহের মধ্য থেকে একটি মাহাত্ম হল এই যে, প্রথম কালেমায় উল্লেখ্যের ন্যায়,

একজন বাদশাহের রান্নাঘরের খাবার থেকে একজন বাবুর্চি যদি খাবার এনে দেয় তাহলে সে অবশ্যই একটা মূল্যের আশাবাদী থাকে। আর যখনী তাহাকে মূল্য বা বখশিশ প্রদান করতঃ যদি এই মূল্যবান খাবারের নেয়ামতকে স্বাভাবিক খাবার মনে করে, এমনকি এই খাবারের মূল্য, আসল দানকারীকে যদি না চেনে, তাহলে তো এটা অসংখ্যাতীত নিম্নস্থরে পতিত হওয়ার ন্যায় এক নির্বোদ্ধিতা ছাড়া কিছুই হবে না। আর মহান পরাক্রমশালী রব যিনি অসংখ্য ও রকমারী নেয়ামত সমূহ পৃথিবীর বুকে মানুষের জন্যে প্রদান করেছেন। আর তিনি ঠিক এই দানের বিপরীত শুকুর (কৃতজ্ঞতা) চাচ্ছেন তার মূল্য হিসেবে। যদিও এই নেয়ামতের প্রত্যক্ষ অধিকারী বা মালিক যেন ঐ বাবুর্চির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। আমরা ঐ নামদারী খাবারের বন্দোবস্তকারী বাবুর্চিকে মূল্য দিচ্ছি, তাদের কাছ থেকে কত কিছু আশাবাদী রয়েছি। যদিও তারা এতটাই উপযুক্ত নহে যতটুকু আমরা তাহাদেরকে সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। অথচ যেখানে আসল মুনিব, যিনি ঐ সহায়তার কারণসমূহের থেকে সীমাহীন নেয়ামতের আবেদন গ্রহণকারী মালিক, সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে তিনি কৃতজ্ঞতার হক্বদার। সুতরাং তার কৃতজ্ঞতা এভাবে প্রকাশ করা আবশ্যকীয় যে, তিনিই এই অসংখ্য নেয়ামতের নিঃসন্দেহে মালিক। ঐ নেয়ামত সমূহের মূল্য নির্ধারণ এবং তার থেকে নেয়ামতের মুখাপেক্ষী আমরা এটা অনুভব করাই হচ্ছে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

সুতরাং রমজান শরীফের রোজা, মৌলিক ও বিশুদ্ধ মর্যাদাময় ও অনির্দিষ্ট এক কৃতজ্ঞতার চাবিকাটি। তার কারণ হল, বিভিন্ন সময়ে মানুষ যখন কোন বাধ্যবাধকতায় না পড়ে এবং ক্ষুধার্থ হয়না, ঠিক তখন সে নেয়ামতের মূল্য ও মাহাত্ম বুঝতে ও প্রধান করতে সক্ষম হয় না। ছোট্ট একখানা রুটির গুরুত্তপূর্ণ রুটির শুকনো টুকরা, এর মূল্য পেট ভর্তি লোকেরা বা যদি ধ্বনী হয়, তাহলে এই নেয়ামতের লেবেল বুঝতেই পারে না।

অথচ এই শুকনো রুটির টুকরা যখন ইফতারের সময় হয়। একজন মুমিনের দৃষ্টিতে খুবই গুরুত্তপূর্ণ ও জরুরী হওয়া এলাহীর নেয়ামতের ব্যাপারটা বুঝশক্তিকে প্রশ্ন করলেই তার সাক্ষী প্রদান করবে। বাদশাহ থেকে সুদুর একজন গরিবের কাছ পর্যন্ত সকলেই রামযান মোবারকে ঐ নেয়ামতের মূল্যটা বুঝতে এক আধ্যাত্মিক কৃতজ্ঞতার প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত।

আবার যদি দিন দুপুরের খাবারের তৃপ্তিকর অবস্থার দৃষ্টিতে চিন্তা করি যে, "আসলে এই নেয়ামত সমূহ আমার মালিকানার নিয়ন্ত্রণে নহে। আমি এগুলোর অর্জন ভোগে স্বাধীন নহে। অর্থাৎ এই নেয়ামত রাজী অন্যের মাল এবং অন্যের দান। তারই হুকুমের অপেক্ষায় রয়েছে। এভাবে বলে বলে নেয়ামতকে নেয়ামত হিসেবে চিনে; এবং আন্তরিক আত্মশুদ্ধির দ্বারা শুকরিয়া জ্ঞাপন করে, কতইনা ভাগ্যবান । তাই এই রুপ ও ফিকিরের ধারাবাহিকতায় রোজা অনেক দৃষ্টিতে মৌলিক মানুষের আসল পরিচয় হওয়া কৃতজ্ঞতার এক অমূল্যময় চাবির হুকুমে অন্তর্ভুক্ত হয়।

তৃতীয় পয়েন্টঃ রোজাকে যখন মানবজাতির সামাজিক দৃষ্টিতে দেখা হয়, তখন অনেক মাহাত্মের মধ্যে একটি মাহাত্ম এই হয় যে, মানুষ, জীবনযাত্রার মানদন্ডে ভিন্নমুখী পদ্ধতিতে সৃষ্টি এক সৃষ্ট। মহান মালিক ঐ পার্থক্য সৃষ্টির তরে ধ্বনীদেরকে গরীবদের সাহায্য করতে আহ্বান করছেন। বলাবাহুল্য, ধ্বনিরা কিন্তু গরিবদের ক্ষুধার্ত হওয়ার অবস্থা সমূহকে ও ক্ষুধাকে রোজা রাখার কারণে যে ক্ষুধার সৃষ্টি হয় তাহা থেকে অনুভব করতে

পারার কথা। যদি রোজা না হইত, তাহলে নফসের কথায় অনুকরনে এমন অনেক ধ্বনীদেরকে পাওয়া যাবে যে, ক্ষুদা ও দরিদ্রতা যে, কি পরিমাণ দূর্বিষ, কষ্টকর এবং গরীবরা ধ্বনীদের সাহায্য পাওয়ার কি পরিমাণ উপযোগী, এটা অনেক ধ্বনীরা উপলব্ধি করতে পারেই না, পারত না। এই দৃষ্টিতে মানবতার প্রভাব ধ্বনীরা গরীবদেরও তরে যদি সহানুভূতিশীল হয় তখনই এটা কৃতজ্ঞতার মৌলিক ভিত্তির রুপে রুপ নেয়, তথা শুকরিয়া জ্ঞাপন পূর্ণতা পায়। যে যেই অবস্থায় হোক না কেন, স্বীয় অবস্থার তুলনায় গরীব লোক সম্মুখে পাবেই। আর ঐ গরীব হচ্ছে তার সহানুভূতির প্রকাশের জায়গা। যদি ক্ষুধার্ত অবস্থায় সৃষ্টি হয়ে অনুভূতি না-ও আসে তাহলে সহানুভূতির দৃষ্টিতে সাহায্য করার দায়িত্বে অর্পিত এহছান ও সাহায্য করা অনেকটা অসম্ভব, আর সম্ভব হলেও এটা পূর্ণাঙ্গ সাহায্য হবে না। কারণ হাকিকি অবস্থা এবং কষ্টের প্রেক্ষাপটে সে অনুভব করার ক্ষমতা নেই এই জন্যেইতো রোজা------।

চতুর্থ পয়েন্টঃ- রামজান মাসের রোজা, নফসের শিক্ষামূলক দৃষ্টিতে লক্ষ করিলে অনেক অনেক হেকমত সমূহের মধ্যে একটি হল এই যে, মানুষের অন্তর বাস্তবহীন চিন্তা জবরদস্তীমূলক হস্তে পর্যন্ত নিজে নিজে স্বাধীন ও আযাদী চায় ও ঐ রকম মনোভাব প্রকাশ করে। এমনকি বাস্তবহীন এক পালনকর্তার এবং যেভাবে ইচ্ছা চলাফেরার আগ্রহ প্রকাশ করে। অসীম এই নেয়ামতের সঙ্গে শিক্ষণীয় হওয়ার ব্যাপারটাকে চিন্তা করতে মোটেও চায়না। বিশেষত: দুনিয়ায় যদি সম্পদ ও সামর্থ্য থাকে, এমনকি গাফিলতি ও যদি তাহাকে সাহায্য করে তথা জবরদস্তীমূলক বা চুরির দ্বারা ও সে ভাল থাকে। তারপর ও সে কখনও এলাহীর নেয়ামতের ব্যাপারে সচেতন না হয়ে জীবজন্তুর ন্যায় বিশ্বাস করে, তাইতো রামাযান মাসে সর্বোচ্চ ধ্বনী লোক সর্বনিম্ন গরীব লোক সবাই এটা বুঝে যে, সে নিজে মালিক নহে। সে অন্যের এক সম্পদ। স্বাধীন নহে সে একজন গোলাম। হুকুম না এলে সে ক্ষুদ্র সাধারণ কিছু বা সহজ কিছু সে করার ক্ষমতা নেই। স্বীয় হস্তে পানি পর্যন্ত তুলতে অক্ষম, এই কথা বলে সন্দেহময় উপাস্যক ভেঙ্গে মৌলিক ও আসল খালিকের উপাসনায় নিমজ্জিত হয়ে, আসল কর্মে কর্মব্যস্থ হয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

পঞ্চম পয়েন্টঃ রমযান মাসের রোজা, নফসের চারিত্রিক শিষ্টাচার ও প্রবঞ্চনাময় আচার আচরণের দৃষ্টিতে যদি লক্ষ করি, তাহলে এর অনেক তাৎপর্যের মধ্যে থেকে একটি হল এই যে,মানবিক অন্তর গাফলতের কারণে সে নিজেকে ভূলে যায়। মাহাত্মময় অসীম মুখাপেক্ষীতা, সীমাহীন অভাব, যেই রকমের ভূল হোক না কেন দেখে না দেখায় ব্যস্থ থাকে। কি পরিমাণ দুর্বল ও বিলুপ্তি, খ্যাপাটে ও বিপদাপদসমূহ যা পরিকল্পনার সাথে যুক্ত এবং দ্রুত নষ্ট হওয়া বিস্তৃত হওয়া গোশত ও হাড় থেকে সামনে স্পষ্ট হওয়া এই মানব মোটেও চিন্তা করে না, এমনি এমনিতে ষ্টীল থেকে এক দেহ আছে এর ন্যায় মৃত্যু হবে না এমনটি চিরস্থায়ী মনে করে দুনিয়ার মোহে পড়ে রয়েছে। শক্তভাবে লোভ-লালসার সাথে ও কপঠভাবে যুক্তিময় ও প্রেমাস্পদ হওয়ার ন্যায় দুনিয়াতে নিজেকে ব্যস্থ রেখেছে। প্রত্যেক মজাদার ও ফায়দাময় বস্তুর সাথে জড়িত হয়, পাশাপাশি নিজেকে যেন পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধিকারী হিসেবে মনে করে আসল মালিককে ভূলে যায়। শুধু তাই নহে এই পার্থিব জীবনের ফলাফল ও পরকালের ফলাফল নিয়ে মোটেও চিন্তাবিদ নহে। চরিত্রবান শিষ্টাচারিতায় নহে বরং চরিত্রহীনতার নিকৃষ্ট কর্মসমূহে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে।

এখন রামাযানের রোজার ফলাফল দেখব, এই রামাজান সর্বোচ্চ গাফিল ও এগুয়েমীদের ও দুর্বল ও মুখাপেক্ষী এবং অভাবীদের অনুভূতি প্রদান করে। পেঠের ক্ষুদার দ্বারা পেট নিয়ে চিন্তিত করায়। এই ছোট্ট পেঠের

প্রয়োজনটা বুঝে। দূর্বল একটা দেহ কি পরিমানের বিষন্নতায় থাকে তা বুঝে। কি পরিমাণ সহানুভূতি ও দয়ার মুখাপেক্ষী তা বুঝতে পারে। মনের এই ফেরাউনমুখী অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে, নিরীহ ও দরিদ্রতার পূর্নাঙ্গতার সাথে এলাাহির দরগাহে আশ্রয় নিতে এক দরখাস্তের অনুভব করে। এবং এক অফুরন্ত আধ্যাত্মিক কৃতজ্ঞতার দয়া, রহমতের দরজায় কুঠারগাত করতে প্রয়োজন মনে করে। তবে এগুলো সম্ভব যদি গাফলতের ক্বলবকে ভেঙ্গে সরল ক্বলবের মালিক হয় নতুবা সম্ভব নহে।

ষষ্টতম পয়েন্টঃ রমযানের মাসের রোজা, কোরআনের অবতীর্ণ হাওয়ার এবং নাযিল হওয়ার অত্যান্ত গুরুত্তপূর্ণ সময় হওয়ার দৃষ্টিতে যদি লক্ষ করি, তাহলে তার অনেক হেকমত সমূহের মধ্যে থেকে একটি হল এই যে, ক্বোরআনে হাকিম মূলত রামাজানের মাসেই অবতীর্ণ হয়েছিল; আহ এই কোরআনের গুন হল এই যে, অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের প্রস্তুতির সাথে ঐ আসমানী বক্তব্যের দৃষ্টিপাত উৎকর্ষমানে শ্রবণী তৈরী করার জন্যে রোজার মাসে নফসের সার্বিক প্রয়োজনাদী থেকে এবং অপ্রয়োজনীয়,বেহুদা অবস্থান সমূহ থেকে এবং পানাহার থেকে মুক্ত থেকে ফিরিস্তাদের ন্যায় এক মনোভাব হওয়ার পাশে এমন একটি আকৃতিতে এই কোরআন যেমন এখনই অবতীর্ণ হচ্ছে এমনভাবে পড়াশুনা এবং এটা যে ঐশী বাণী তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন এর ন্যায় মনোযোগে এখন নাযিল হচ্ছে ভেবে ভেবে শ্রবণ করা এমন কি ঐ দৃষ্টি আকর্ষন যেন পয়গাম্বরের থেকে শ্রবণ হচ্ছে মনে করা, শ্রুতিময় করণ, এমনকি যেন এই বাণী জিব্রাইল (আ:) এর থেকে পরিশেষে সময় সংশ্লিষ্টহীন বক্তা মহান রবের থেকে শ্রবণ করছে মনে করার ন্যায় এক পবিত্র প্রেক্ষাপটের স্থাপন হওয়ার নাম হল সেই ক্বোরআন। এবং স্বীয় ত্যাগের দ্বারা অনুবাদ করতঃ অন্যকে শ্রুতিময় করানো এবং কোরআনের অবতীর্ণ হওয়ার হেকমত ও প্রদর্শন করা নিজের মাঝে একান্ত আবশ্যকীয়করণ হল এই কোরআনকে যথাযত মর্যাদা দেওয়া।

নিঃসন্দেহে রমজান মাসে সমস্ত পৃথিবী একটি মসজিদের ন্যায় হয়ে যায়, আর এটা এমন এক মসজিদ যে, মিলিয়ন মিলিয়ন হাফেজগণ ঐ মহান মসজিদের কিনারা সমূহের মধ্যে ঐ ক্বোরআনকে পড়ে ও ঐ আসমানী দৃষ্টিপাতের দ্বারা সমস্ত জমিনকে নূরান্বীত করে। প্রত্যেক রামজানে (বাকারা **১৮৫** شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْاٰنُ) উক্ত আয়াত নূরানী, চকচক এক আকর্ষনীয চমৎকার প্রেক্ষাপটকে উপস্থাপন করিতেছে। আর রমযানকে ক্বোরআনের মাস বলে ঘোষণা করে, আর ঐ বিশেষ জামাতের চিত্র ফুটে ওঠে, এমনকি কিছু বিশেষ ব্যক্তিবর্গ যারা একান্ত আনুগত্যের সাথে হাফিজদেরকে খুশু-খুজুর সাথে শ্রবণ করেন। অন্যান্যরা নিজে নিজে পড়তেছেন। এই রকমের কর্মসম্পাদনের পবিত্র মসজিদের মধ্যে নফসের নিম্নমুখী নিকৃষ্ট খাহেশাতের অনুসারী হয়ে পান ও আহারের দ্বারা এই উজ্জ্বলিত আমল থেকে বের হয়ে যাওয়া কি পরিমাণের বিশ্রী কাজ হয় এবং ঐ মহাময় মসজিদের জামায়াতকে ঘৃণা করে কি পরিমাণ মন্দ রুচি হওয়া এটা স্পষ্ট ব্যাপার। এমন রুচি হওয়া যেন, রামাযানের মধ্যে রোজাদারদের বিদ্রুহীতা এবং সমস্ত ইসলামি জাহানের অধ্যাত্মিকতার সাথে ঘৃনা ও অবহেলা করার শামিল।

সপ্তম পয়েন্টঃ রমজানের রোজা, দুনিয়ায় আখেরাতের জন্যে মানবজাতির এক ব্যবসা ও লাভময়, উৎপাদনমুখী আগত অর্জনের দৃষ্টিতে যদি লক্ষ করি, তাহলে তার অনেক অনেক কৌশলী বুদ্ধিময় হেকমত সমূহের থেকে একটি হল এই যে, রমজান শরীফে আমল সমূহের ছোয়াব হল **১**টায় এক হাজারটা। কোরআনে হাকীমের আলোচিত দলীল দ্বারা প্রমাণিত **১** হরফে **১০** নেকী রয়েছে তার অর্থ হল দশটি উত্তম কাজ হিসাব করা হয়। দশটি ফল জান্নাতে আসে। আবার রামাযান শরীফে প্রত্যেক হরফে **১০**টা নহে হাজারটা এবং আয়াতুল

কুরসীর ন্যায় আয়াত সমূহের প্রত্যেক হরফের বিপরীত হাজার হাজার এমনকি রমযানের জুমার দিনে তার চেয়ে ও বেশী নেকী দেওয়া হয়। একিভাবে বলা জরুরী যে, লাইলাতুল ক্বদরে ৩০ হাজার নেকি ও প্রদান করা হয়। হাঁ, প্রত্যেক হরফে ত্রিশ হাজার চিরস্থায়ী ফলসমূহ প্রদানকারী এই ক্বোরআনে হাকিম এমন এক নূরানী তুবা গাছের হুকুমে যাচ্ছে যে, মিলিয়ন মিলিয়ন ফল সমূহ এই পবিত্র রমযানের মধ্যে মু'মিনগণ অর্জন করতে সক্ষম হয়। সুতরাং এসো, এই পবিত্র, চিরস্থায়ী, ফায়দাময় ব্যবসার দিকে থাকাও উপলব্ধি করো ও চিন্তা করো যে, এই হরফ সমূহের মূল্যবান অমূল্য বস্তুকে যারা বুঝে নাই তারা কি পরিমাণ খাছারাতে (লোকসানে) রয়েছে তুমি বুঝতে চেষ্টা করো।

অত:এব রামাযান শরীফ সচরাচর এক পরকালীন ব্যবসা হওয়ার কারণে যেন সুবিখ্যাত । এবং পরকালীন অর্জনের জন্যে যেন এক উৎপাদনস্থলীয় ভূমি। এবং আমলনামার জন্যে যেন গ্রীষ্মকালের জুন মাস। মহান এলাহির প্রতিপালনের রাজত্বের বিপরীত মানবের ইবাদতের চিত্র সমূহের একান্ত চমকপ্রদ ও পবিত্র এক ঈদের হুকুমের মধ্যে বিদ্ধ। আর ঐ রকম হওয়ার ধরুন, পানাহারের ন্যায় অন্তরের অবহেলাপূর্ণ জন্তুদের প্রয়োজনীয়তা এবং বেহুদা ও খাহেশাতের চিত্যাকর্মক স্বাধ সমূহে প্রবেশ না করার জন্যে মানুষ রোজার সাথে রোজা রাখতে দায়িত্বপার হয়েছে। মূলত: অল্প সময়ের জন্যে হায়ওয়ানাত (জীবজন্তুর) চরিত্র থেকে বের হয়ে ফেরেস্তার ন্যায় কাজে ব্যস্থ হওয়া অথবা আখেরাতের ব্যবসায় জড়িত হওয়ার জন্যে, দুনিয়ার প্রয়োজনকে সীমিতকালের জন্যে ছেড়ে দিয়ে পরকালীন এক ব্যক্তি স্বরূপ দেহ বিশিষ্টের পাশাপাশি প্রদর্শিত অবস্থায় এক রুহানী কার্যক্রমে প্রবেশ করতঃ রোজা রেখে নিজেকে কিছুই নহে ঐ আল্লাহ্র সম্মুখে এমন এক আয়নার অধিকারী হওয়া হল তার তাৎপর্য। হাঁ, রমজান শরীফ এই অস্থায়ী দুনিয়াতে, সীমিত হায়াতের মধ্যে ও অস্থায়ী এক জীবনকালের মধ্যে চিরস্থায়ী এক হায়াত ও সীমাহীন জীবনকালের প্রতি মিলন মেলায় যুক্ত হয় ও হচ্ছে।

হাঁ, একটি মাত্র রামাজান মাস দিয়ে আশি বছরের হায়াতের উপাদান সফলভাবে অর্জন সম্ভব। আর এটা যদি লাইলাতুল কদর হয় তাহলেতো এক হাজার মাসের চেয়ে ও মহামূল্যবান এই কথাটি অকাঠ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত। হাঁ, যেমন কোন বাদশাহ তার বাদশাহীর নির্দিষ্ট মেয়াদে বা হয়তু প্রতি বছর বাদশাহর বৈঠকখানার মাঝে বা চাকচিক্যময় এমন অন্য কোন অনুষ্ঠানের ন্যায় প্রায় দিনই আনন্দের দিন হিসেবে সাব্যস্থ হয়। তার প্রজারা ঐ দিন স্বাভাবিক নিয়মের দিনের কানুনের ন্যায় অনুসারী না হয়ে বরং বিশেষ দয়া ও পর্দাবিহীন উপস্থিতির দ্বারা ও বিশেষ নৈকট্যতার প্রদর্শন করে ও সচরাচর চলাফেরার উর্দ্ধে এক পরিবেশে ও নিঃসন্দেহে উপযুক্ত ও বিশ্বস্ত জাতিকে বিশেষ নজর ও দৃষ্টিপাতে প্রকাশ পায়। আর যদি এমন হয় তাহলে, সময়ের মুখাপেক্ষীহীন চিরস্থায়ী বাদশাহ যিনি আঠারো হাজার সৃষ্টির বাদশাহ যূল-জালাল; যিনি আঠারো হাজার মাখলুকের রক্ষাকারী, খেয়ালকারী, যার আলীশান ফরমান হল ক্বোরআনে হাকিম যা রামাযান মাসে নাযিল হয়েছিল। অবশ্যই এই রমযান হল এলাহির বিশেষ এক আনন্দময় ঈদ, ও প্রতিপালকের এক মিলন-মেলা, এবং রুহ সমূহের এক ঐকান্তিক বৈঠকের নামে নামকরণ হল একটা প্রেক্ষাপটময়ী হেকমত। এখন এটাই হল রামযান যে, মানুষকে নিম্নমানের বা জন্তুমানের যেকোন স্থর হোক না কেন সকল প্রকার ব্যাস্থতা থেকে তাহা রোজা রাখার হুকুম প্রদান করবে ও করার কথা।আর যখন এই রোজা এতটাই পূর্ণতা প্রাপ্ত; তখন পেটের ন্যায় অন্যান্য অঙ্গ ও চক্ষু, কর্ণ, অন্তর কল্পনা, চিন্তাশক্তির ন্যায় সকল অঙ্গপ্রতঙ্গ যা মানুষের সাথে জড়িত সবাইকে রোজা রাখাচ্ছে। অর্থাৎ হারাম সমূহ থেকে অর্থহীন কর্মকান্ড থেকে মুক্ত করে প্রত্যেককেই বিশেষ ইবাদতে জড়িয়ে রাখচ্ছে। যেমন:- জবান কে মিথ্যেবাদীতা থেকে গীবত থেকে বিশ্রী মন্দ নিকৃষ্ট অহেতুক কথাবার্তা থেকে পৃথক রেখে

তাহাকে রোজা রাখাচ্ছে। এবং ঐ জবান কে ক্বোরআনের তেলাওয়াত ও যিকির, ও তাসবিহ এবং দোয়া দুরুদ এবং ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) এর ন্যায় অনেক আমল সমূহ দিয়ে তাহাকে ব্যস্থ রাখতেছে। ইত্যাদি-----।

যেমন: চক্ষু দ্বারা যাদের দেখা হারাম তাদেরকে না দেখা থেকে, এবং কর্ণকে মন্দ ও নিষিদ্ধ শ্রবণকে না শোনা থেকে চক্ষু দ্বারা উত্তম ও শিক্ষনীয় এবং কর্ণ দ্বারা শুদ্ধ কথাবার্তা ও কোরআন শ্রবণের সময়ও অতিবাহিত করার ন্যায় বিভিন্ন অঙ্গকে সঠিক পথে ব্যবহার করানো তথা সকল অংশকে রোজা রাখানো। শেষ কথায় এটাই বলি পেঠতো হল সবচাইতে বড় কারখানা হওয়ার ধরুন রোজার মাধ্যমে তাহাকে যদি ছুটির ন্যায় ছুটি প্রদান করার কারণে অন্যান্য ছোট খাটো অংশ সমূহ এই কারখানার অনুসারী এমনিতেই হবে ও অনুসারী করাতে পারা সম্ভব।

অষ্টম পয়েন্টঃ রামযান শরীফকে মানবের ব্যক্তিগত জীবনের দৃষ্টিতে যদি থাকানো হয় তাহলে অনেক অনেক হেকমতের থেকে একটি হল এই যে,

মানুষের সবচেয়ে গুরুত্তপূর্ণ ঔষধের প্রকারদের মধ্যে থেকে বস্তুর দিক বা আধ্যাত্মিক বা ডাক্তারির সাথে জড়িত ঔষধ হল পরহেয করা, বিরত থাকা এরকম যে, মানুষের নফস খাওয়া পান করার বিশেষায়নে যেমন যা ইচ্ছা কতিপয় নীতি ব্যবহার করে, আর এর সাথে সাথে ব্যক্তির দেহবাদী ও ডাক্তারীর সমাধান রূপের জন্যে যে; রোগ তার জীবনে এসে ক্ষতি করে, ঠিক তার ন্যায়; হালাল হারামকে পার্থক্য না করে বস্তুর ভোগ করণটা ও স্বভাবত আধ্যাত্মিক জীবনেও বিষ প্রয়োগ করে। অন্তর ও রুহকে বেশি অনুসরণের তরে নফস শক্তিশালী হয়। আর তারপর প্রবঞ্চময় পাথেয়কে তার হাতে নেয়, কিন্তু মানুষ তার উপর উঠতে পারে না বরং নফস মানুষের উপরে উঠে ও গুরাতে থাকে। ঠিক ঐ প্রেক্ষাপটে রোজার মাসের রোজার মাধ্যমে এক প্রকার পরহেজগারীকে নিজের জন্যে মানিয়ে নেয়। এবং চর্চার জন্যে কাজ করে এবং হুকুমকে শ্রবণের জন্যে অপেক্ষামান ও প্রস্তুত থাকে।

ঐ দিকে দূর্বল পেট বিচারাও হজমের আগে খাবারে যে অভ্যাস ছিল তারও সহজ ও রোগ মুক্ত অবস্থার তৈরী হবে। পাশাপাশি খোদায়ী হুকুমের কারণে হালালকে ছেড়ে দেওয়ার বিবেচনায় হারাম থেকেও নিজেকে গুটিয়ে নিতে জ্ঞান ও শরীয়তের পক্ষ থেকে আগত যত হুকুম রয়েছে এগুলো শ্রবণকরার কাবিলিয়্যাত (ক্ষমতা) তৈরী ও অর্জিত হয়। তার সাথে আধ্যাত্মিক হায়াতকেও রক্ষা করতে কাজ করে যায়।

এমনকি মানুষের অধিকাংশের বিবেচনায় ক্ষুধা অনেক ক্ষেত্রে বাড়তে থাকে, সবর ও বহন করণের ক্ষমতা প্রদানকারী ঐ ক্ষুধা চর্চা ও অনুশীলনের মুখাপেক্ষী। আর রমযান মাসের রোজা ১৫ ঘন্টা, সেহরী ছাড়া তো ২৪ ঘন্টায় রোজার কারণে যে ধৈর্য্য ও কষ্ট বহনের ক্ষমতা যেন এক বিশাল অনুশীলনের ও চর্চার খাতায় নাম লিখিয়েছে। তার অর্থ হল-মানুষের বিপদের সময় যে ২টি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ধৈর্যহীনতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতার ঔষধ হল রোজা।

আরও জানা বিষয় হল, এই পেট নামক কারখানায় অনেক অনেক খাদেমগন রয়েছে এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক অঙ্গাংশ রয়েছে ;মন; যে অংশ এটা যদি দিনের কার্যক্রমের ফাকে নির্দিষ্ট এক সময়ে আরাম না করে তখন ঐ কারখানার খাদিমদের এবং বিশেষ অঙ্গ সমূহ (পঞ্চইন্দ্রীয়) তখন ইবাদতের বিষয়কে ভুলিয়ে দেয়। তখন মন তার সুবিধামত ঐ জরুরী অংশ সমূহকে তার মত করে ব্যস্থ করে রাখে। তার সকল দৃষ্টিপটুতায় কেবল তার ক্ষেত্রে লক্ষ রাখে আর ইবাদতের বাক্য তথা উচ্চতম কাজ সমূহের থেকে সাময়িকভাবে ভূলিয়ে

রাখে্। এইজন্যেই যে, পূর্ব যুগ থেকেই বড় বড় অলীগণ পরিপূর্ণতার জন্যে অনুশীলনমুখী অল্প খাবার পান করা নিজেদের জন্যে মানিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু চিন্তার বিষয় হল, এই রোজার মাধ্যমে পেঠনামের কারখানার খাদেমদের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, কেবল তাদেরকে ঐ কারখানার জন্যে বানানো, সৃষ্টি করা হয় নাই। এবং এই অন্যান্য পঞ্চইন্দ্রীয় যারা নিম্নকক্ষে তাদের এই নিম্নশ্রেণীর কারখানায় আনন্দ উল্লাসের পরিবর্তে তাদের আরেকটা মজাদার অনুভূতি হল তারা রোজার দ্বারা ফিরিস্তাদের ন্যায় এক আনন্দে লিপ্ত। আর এই জন্যে এই রকমের নিয়ন্ত্রীত দৃষ্টি ও প্রেক্ষাপটের মধ্যে ইহা স্পষ্ট হয় যে, রমযানের মাসের রোজার দ্বারা মু'মীন তার তাক্বওয়ার লেবেলের তরে পৃথক পৃথক নুরের সাথে, ফয়েজের সাথে আধ্যাত্মিক প্রশান্তিতে দীক্ষিত হয়ে অর্জনকারী হয়।

অন্তর, রুহ, জ্ঞান, রহস্যময় গোপন অনুভূতির ন্যায় অন্যান্য সাধারণ অঙ্গ ঐ মুবারক মাসের রোজার মাধ্যমে অনেক বেশি উচ্চস্থর ও প্রভাবে আধিষ্ঠিত হয় বা আছে। আর পেঠের ক্ষুধার জ্বালায় যে ক্রন্দন করে থাকে, অন্য দিকে অন্যান্য অংশ সমূহ নিস্পাপের স্বাধ বয়ে বয়ে হাসতে থাকে।

নবম পয়েন্টঃ রমজান মাসের রোজা হল, কোন সন্দেহহীনভাবে মনের সন্দেহপূর্ণ আসল মালিকের পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং দূর্বলতাও মুখাপেক্ষীতাকে আল্লাহর কাছে প্রদর্শন করার সাথে মহান মালিকের প্রতি আত্মসমর্পণ করাকে শেখার দৃষ্টিতে যে অনেক অনেক হেকমত রয়েছে এগুলোর থেকে একটি হল এই যে,

নফস তার রবকে চিনতে চায় না, ফেরাউনমুখী কর্ম সমূহের দ্বারা সে নিজেকে রব হিসেবে চায়, এই জন্যে যতটুকু পরিমাণ শান্তি সে ভোগ করুক না কেন ঐ অভ্যাস তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু পেঠের ক্ষুধা ঐ দাপট কে ভেঙ্গে চূড়মার করে দিতে সক্ষম, তাই তো রামযানের রোজা নিঃসন্দেহে নফসের মধ্যে যে ফেরাউন লুকিয়ে রয়েছে তাহাকে প্রথম প্রতিবাদন হিসাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে হত্যা করে ফেলে। চূড়মার করে ফেলে। অভাব অনটন ও দুর্বলতা ও দরিদ্রতা প্রকাশ করে। আর বড় জিনিস হল, সে একজন মহান মালিকের গোলাম সেটা এই রোজার দ্বারা জানতে পারে । হাদিসের রেওয়াতের বর্ণনাসমূহে উল্লেখিত যে মহান রাব্বুল আলামীন নফসকে প্রশ্ন করেছিলেন যে আমি কে? আর তুমি কে? নফস উত্তরে বলেছিল যে "আমি আমিই আর তুমিতো তুমিই! আল্লাহ্ নফসকে শাস্তি দিয়েছিলেন এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছিলেন। আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন উত্তরে বলেছিল, আমিত আমিই তুমিতো তুমি। যে প্রকার শাস্তি দেওয়া হোক না কেন, সে অহংকার থেকে মুক্ত হয় নাই। পরিশেষে ক্ষুধার শাস্তি দিলেন অর্থাৎ পানহার না করিয়ে রেখে দিলেন। আবার প্রশ্ন করেছিলেন আমি কে আর তুমি কে? তখন নফস বলেছিল যে,

اَنْتَ رَبِّی الرَّحِیمُ * وَاَنَا عَبْدُكَ الْعَاجِزُ

অর্থাৎ আপনি আমার দয়াময় আল্লাহ আর আমি আপনার মুখাপেক্ষী গোলাম/বান্দা।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَ لِحَقِّهِ اَدَاءً بِعَدَدِ ثَوَابِ قِرَائَةِ حُرُوفِ الْقُرْاٰنِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ

ঠিকা: এই অংশটুকু ৪০ মিঃ দ্রুত লেখার ধরুন আমি ও লেখক ভাই অসুস্থ হওয়াতে এই অংশে ভুলভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক সুতরাং তাছামুখ (বিনয়) এর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং উপযুক্ততার দৃষ্টিতে শুদ্ধ করে নিবেন। রেফঃ মাকতুবাত ৩৯৮